যুগান্তর

তারিখ 2 FEB 2013
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

পাবলিক ভার্সিটিগুলোতে দুর্নীতির বিচার হয় না

মুসতাক আহমদ

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে (ভার্সিটি) নানা ধরনের অনিয়ম ...নীতি হয়, কিন্তু তার বিচার হয় না। অনুসন্ধান এবং ...তথ্য-প্রমাণে দেখা গেছে, প্রায় এক যুগ ধরে ...ট্যাক্সের টাকায় পরিচালিত দেশের ওই সব ...প্রতিষ্ঠানে লাগামহীন কেলেংকারি চলছে। এ ...সময়ে তদন্তও হয়েছে। তদন্তে প্রমাণিতও ...জনক কারণে 'পদচ্যুতি'র মতো নাম-...কান ধরনের শাস্তির নজির নেই। বরং ...ত্রে নির্লিপ্ততা দেখিয়ে আসছে। ...র বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন ...য়নি। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, ...গুলোতে আগের ভিসিদের ...। একের পর এক ঘটিয়ে ...কেলেংকারি।

...নিয়োগ পাওয়ার পর ...গ, টেন্ডারবাজি, ...র আত্মসাৎ, ফল

ধারাবাহিকভাবে চলছে লাগামহীন কেলেংকারি

জালিয়াতি, ছাত্র খুনের ঘটনায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদদসহ নানা ধরনের কেলেংকারিতে জড়িয়ে পড়েন। এর মাধ্যমে অনেকেই আর্থিকভাবে কোটি কোটি টাকা লাভবান হচ্ছেন। এই ঘটনা কেবল আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন বর্তমান মহাজোট সরকারের আমলেই নয়, বিগত চারদলীয় জোট সরকারের আমলেও ঘটেছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) দায়িত্বশীল সূত্র জানায়, বিগত জোট সরকারের আমলে অন্তত ৯ জন ভিসির বিরুদ্ধে নানা ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ তাদের তদন্তে প্রমাণিত হয়। এর বাইরে আরও অন্তত ৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে, যা তদন্ত হয়নি। ২০০৭ সাল থেকে গত বছর পর্যন্ত এরকম অন্তত আরও ১২টি তদন্ত করে ইউজিসি। এর বাইরে ২টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে তাদের তদন্ত কমিটি কাজ করছে।

সূত্র নিশ্চিত করেছে, ভিসিদের অনিয়ম-দুর্নীতি, মাস্তানি বা অযোগ্যতার প্রমাণ তারা পেয়েছেন। এ নিয়ে ব্যবস্থা নিতে সরকারের কাছে সুপারিশও করা হয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে চারদলীয় জোট আমলে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক এরশাদুল বারী, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক আফতাব আহমান আর বর্তমান সরকার আমলে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিকে সরিয়ে দেয়া ছাড়া দৃশ্যত আর কোন অ্যাকশন নিতে দেখা যায়নি। এই দু'সরকারের মাঝে দুই বছর ক্ষমতায় থাকা তত্ত্বাবধায়ক সরকারকেও এ ক্ষেত্রে তেমন ভূমিকা নিতে দেখা যায়নি। তারা দায়িত্ব নেয়ার পর বিচার : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ২

বিচার : দুর্নীতির

...ছায় একই বছরের ১৬ ...বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় ...ঠানো হয়। তখনও ...দুর্নীতির সূত্র ও ...লের নির্দেশ ...ায়ও পত্র ...য়ের পর ...লয়ের ...ছিল ...

ইউজিসি এবং মন্ত্রণালয়ে জমা রয়েছে। জাতীয় কবি কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ধরনের নিয়োগ-পদোন্নতিতে স্বজনপ্রীতি, এলাকাপ্রীতি ও দলীয়করণের অভিযোগও রয়েছে।

জোট সরকারের আমলের ভিসিদের তদন্তে নেতৃত্বদাতা ইউজিসির সাবেক সদস্য অধ্যাপক তারেক শামসুর রেহমান যুগান্তরকে বলেন, তিনি বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের তদন্ত রিপোর্ট শেষ করে মন্ত্রণালয়ে জমা দিয়েছেন। তার অন্য সহকর্মীরাও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় তদন্ত করেছিলেন। কিন্তু কোন ...তদন্তের আলোকেই সরকারগুলো অ্যাকশন ...নি। তিনি মনে করেন, এ কারণেই ...দ্যালয়গুলোতে দুর্নীতি বেড়ে চলছে।

...রে ইউজিসির উপ-সচিব (সরকারি ...য়) মোঃ ফেরদৌস জামানের কাছে ...ল বলেন, সরকার এ ধরনের ...নির্দেশনা দিয়েছিল। ...নিজেরাই অভ্যন্তরীণ তদন্ত ...জানানোর দায়িত্ব নেয়। ...বিশ্ববিদ্যালয় সেই কাজ ...কে জানায়। কিন্তু ...সবাই কাজ শেষ ...ছেন।

...র দেখানো ...ক ভিসি- ...মোট ...মান ...র

সেখানে লাগামহীনভাবে নিয়োগ বাণিজ্যও হয় এ সময়ে। অভিযোগ, এই দুই ক্ষেত্র থেকে ওই সিন্ডিকেট অন্তত ৩০ কোটি টাকা আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছে। এর বাইরে কয়েকজন সিনিয়র শিক্ষকের বিরুদ্ধে চাকরি দেয়ার নামে বিভিন্ন মহিলা ছাত্রী (পরে শিক্ষক) সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের মতো অভিযোগ পর্যন্ত রয়েছে। এসব অনিয়ম-দুর্নীতি তদন্তে ইউজিসি ইতিমধ্যে ৩ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে, যারা চলতি মাসে সরেজমিন তদন্তে যাচ্ছেন বলে জানা গেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ লুটপাটের একটি চিত্র সম্প্রতি সরকারি এক অডিট আপত্তি থেকে কিছুটা বেরিয়ে আসে। তাতে অন্তত সোয়া ১১ কোটি টাকার নয়ছয় বেরিয়ে এসেছে। এর বাইরে বিদায়ের কয়েক দিন আগে গণনিয়োগের ঘটনা এখন 'টক অব দ্য কান্ট্রি'। উল্লেখ্য, বিদায়ী ভিসি অধ্যাপক ড. সাখাওয়াত হোসেনের আরও কয়েকজন শিক্ষক ও সিন্ডিকেটের কয়েকজন সদস্যের সমন্বয়ে একটি সিন্ডিকেট গড়ে তোলেন। ওই সিন্ডিকেটের একজনকেই তিনি পুনঃনিয়োগ না পেয়ে তদবির করে ভিসি পদে পর্যন্ত বসিয়েছেন।

আরও কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় : ইউজিসির তদন্তে আরও কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনিয়ম-দুর্নীতি ধরা পড়ে। এর মধ্যে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে তদন্তে সরকারি অনুমতি ছাড়া গণনিয়োগ ও এতে বাণিজ্যের ঘটনা রয়েছে। এক্ষেত্রে তদন্ত কমিটির মন্তব্য হচ্ছে, 'অনিয়মই যেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মে পরিণত হয়েছে।'

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে অবৈধ ভর্তি, ...বৈধ নিয়োগ, অর্থ আত্মসাৎসহ যেন ...যোগ নেই যা বের হয়নি। এ অভিযোগ